BENGALI(PG), SEM-II , Paper- 201

সমাজভাষাবিজ্ঞান: সাধারণ আলোচনা

সমাজভাষাবিজ্ঞান (Sociolinguistics) : ভাষাবিজ্ঞানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা হল সমাজ ভাষাবিজ্ঞান। এটি একটি ভাষাবিজ্ঞানের এক বিশেষ শাখা যেখানে ভাষাবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্বের যৌথ প্রয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন সমাজে ও একই সমাজের বিভিন্ন স্তরে ভাষার বৈচিত্র্যের ওপর গবেষণা সম্পাদন করা হয়। ভাষার সঙ্গে সমাজের যোগ অবিচ্ছিন্ন। সামাজিক মানুষ ভাব আদান প্রদানের জন্য ভাষাকে ব্যবহার করে। একদিকে যেমন বিভিন্নগোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ভাব আদান প্রদান করে। তেমনি একই ভাষার মানুষজন স্থানভেদে সংশ্লিষ্ট ভাষার ভিন্ন ভিন্ন রূপ(উপভাষা) ব্যবহার করে। মৃণাল নাথ 'ভাষা ও সমাজ' গ্রন্থে সমাজভাষাবিজ্ঞানের সংজ্ঞায় বলেন- "সমাজ ও ভাষার সম্পর্ক বিচার করে যে শাস্ত্র তাই সমাজভাষাবিজ্ঞান'। সমাজভাষাবিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য হল- সামাজিক অবস্থান পরিস্থিতি পরিবর্তিত হলে মানুষের ভাষা রীতির যে পরিবর্তন তার কারন ও ব্যাখ্যা করা। সমাজভাষাবিজ্ঞান ভাষাবিজ্ঞানের এমন এক শাখা যা সমাজের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক নিরূপিতকরে। আবার একই ভাষার একই অঞ্চলের মানুষজন বয়স-লিঙ্গ-ধর্ম-পেশা ভেদে ভিন্ন ভাষারূপ ব্যবহার করে। ভাষা প্রয়োগে সমাজের এই যে বৈচিত্র্যময় রূপ তার কারণ , রূপ বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান সমাজ ভাষার আলোচনার বিষয়। Sociolinguistics কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন ১৯৫১ সালে হিউস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হ্যাবাস সি. কারি। সমাজভাষা বিজ্ঞান বলতে তিনি ভাষা এবং সামাজিক মর্যাদার সম্পর্ক বোঝাতে চেয়েছেন। বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সমাজভাষা চর্চায় গতি বাড়তে থাকে।১৯৫১ সালে মার্কিন নিগ্রোদের ভাষার সঙ্গে শেতাঙ্গদের ভাষার তুলনা করে প্রবন্ধ লেখেন ম্যাকডেভিড। ১৯৫৩ সালে ইউ ওয়েনারাইস এর বিখ্যাত গ্রন্থ " Language in Contact' প্রকাশিত হয়। ১৯৫৯ খ্রী. চার্লস ফার্গুসনের বিখ্যাত রচনা 'Diglossia' প্রকাশিত হয়।১৯৬০ খ্রী. ব্রাউন এবং গিলম্যান লেখেন 'The pronouns of power and solidarity' নামক গ্রন্থটি। এই ভাবে সমাজভাষাবিজ্ঞানের একটি ক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়। পবিত্র সরকার সমাজভাষাবিজ্ঞানের উদ্ভব সম্পর্কে বলেছেন- 'মার্কিন দেশে এ নামটি ১৯৫২ –র আগে বিশেষ ব্যবহৃত হয় নি। কিন্তু সেখানে কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়ের এবং দরিদ্রদের ভাষা ইত্যাদি নিয়ে তথ্যমূলক গবেষণা কিছু আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। এবং য শতাব্দীর চল্লিশের বছরগুলি মাঝামাঝি থেকে পাঁচের দশকের গোড়া পর্যন্ত ওদেশে ভাষাবিজ্ঞানের অনান্য ক্ষেত্রে যেমন, সামাজিক ভাষা-উপভাষা বিষয়ে অনুসন্ধান-সংগ্রহ-গবেষণাতেও তেমনই 'মেথডোলজি' বা পদ্ধতি-প্রণালী গড়ে তোলার দিকেই ঝোঁক বেশি দেখা গিয়েছে। র‍্যাভেন ম্যাকডেভিড প্রমুখ গবেষকেরা চারের দশকের মাঝামাঝি থেকেই মার্কিন যুক্তরাস্ট্রের নানা অঞ্চলের উপভাষার 'Social analysis' করতে শুরু করেন।"

সমাজভাষাবিজ্ঞান যাদের হাত ধরে ক্রমবিকশিত হয়েছে তাদের কয়েকজন বিখ্যাত হলেন-জে.জে গাম্পার্য যিনি 'Ethnography of communication' তত্ত্ব আবিস্কার করেন। এবং ইনি সমাজভাষাবিজ্ঞানে Linguistic repertoire patterns পরিভাষাটি আবিস্কার করেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ হল- i) Language problem in rural development of north india(1957)   ii)Dialect differences and social stratification in a north Indian villege(1958)

ডেল হাইমস সমাজভাষাবিজ্ঞানে 'Ethnography of speaking' তত্ত্বের প্রবক্তা। তিনি সমাজভাষাবিজ্ঞানে 'Communicative Competence' পরিভাষার এর প্রবক্তা। তার বিখ্যাত গ্রন্থটি হল- i)The ethnography of speaking(1962) ii)Language inculture and society(1964) iii)Competance and performance in linguistic theory(1971)

জোশুয়া ফিশম্যান i) Who speaks what language to whom and when(1965) i) Readings in the sociology of language(1968) iii) Advances in the sociology of language(1972) এই তিনটি গ্রন্থ রচনার জন্য বিখ্যাত। এই গ্রন্থগুলির উপর নির্ভর করে ফিশম্যানের 'Sociology of language' তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। মানুষ প্রতিদিনের সমাজ জীবনে 'Interaction' বা অনোন্য ক্রিয়ার ক্ষেত্রে কখনো একটি ভাষা , কখনও ওই সংশ্লিষ্ট ভাষার বিভিন্ন বুলি বা উপভাষা ব্যবহার করে। কোন ভাষিক সম্প্রদায় কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে যে ধরণের ভাষা ব্যবহার করে পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুসারে ভাষাও পরিবর্তন করে।

উইলিয়াম লেবভ i) Principle of linguistic I: International Factors. Ii) Principle of Change.II : Social Factors. বিখ্যাত দুটি গ্রন্থের লেখক। যে গ্রন্থগুলিকে সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচনাকে পূর্ণতা দান করেছে বলে মনে করা হয়।

ভাষাবিজ্ঞানের গবেষণার দুটি প্রধান ধারা একটি তত্ত্বগত অপরটি হল পর্যবেক্ষণ নির্ভর। সমাজভাষাবিজ্ঞানীকে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয় সামাজিক মানুষ থেকে। সমাজভাষাবিজ্ঞানী ফিশম্যান সমাজভাষাবিজ্ঞানকে তিনটি শাখায় বিভক্ত করেছেন-

১. বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান
২. পরিবর্তমান সমাজভাষাবিজ্ঞান
৩.প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান

বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানের মধ্যে বক্তা শ্রোতা রেজিস্টার কোড সুইচিং দ্বিবাচন আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে ভাষা পরিবর্তনের দিকটি আলোচিত হয়। সচল বা পরিবর্তমান শাখায় সমাজভাষার উদ্ভব ক্রমবিকাশ বিস্তার-সংকোচন, দ্বিভাষিকতার বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এবং প্রয়োগমূলক

সমাজভাষাবিজ্ঞানের ভাষা পরিকল্পনা অর্থাৎ মাতৃভাষা শেখানোর পদ্ধতি অনুবাদ বানানবিধি প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়। ডেল হাইমস সমাজভাষাবিজ্ঞানের তিনটি উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন-

১. সমাজ সমান্তরাল ভাষাতত্ত্ব

২। সমাজবাস্তবতার ভাষাতত্ত্ব

৩। সমাজভিত্তিক ভাষাতত্ত্ব। এই তিনটি উদ্দেশ্যকে পর্যালোচনা করলে শাস্ত্রটির সীমানা ও স্বরূপ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। সমাজে বিভিন্ন মানুষের ভাষা শিক্ষা, ভাষা ব্যবহার বিষয়ক নানান সমস্যার দিক সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হিসাবে স্থান পাবে। আবার কোনো সমাজে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের ভাষায় বিভিন্ন রকমের পার্থক্য বজায় থাকে কি না তা সমাজভাষাবিজ্ঞানী আলোকপাত করেন। সমাজভাষাবিজ্ঞানের সীমানার সুনির্দিষ্ট পরিধি নেই। বিখ্যাত সমাজভাষাবিজ্ঞানী মৃণাল নাথ অবশ্য সীমানা নির্ণয়ে কিছু দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি এই বিষয়টিকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন-

১. অন্যোন্যক্রিয়াবাচক আক্রম (Interactional)

২. পরস্পরসম্বন্ধী আক্রম(Correlation)

৩. ভাষা পরিবর্তন এবং ভাষা সংযোগ আক্রম (Language change and language Contact)

৪. ভাষা সমস্যার আক্রম (language problems)।